ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ইংরেজি বলার ধরন নিয়ে কটাক্ষ; অবশেষে মুখ খুললেন কিয়ারা

পৃঃ ৫

সবার শেষে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

পৃঃ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৪৫ ● কলকাতা ● ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২৯ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভোটের প্রচার শেষ হলে ধ্যানে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের প্রচার শেষ হলে ধ্যানে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে দু'দিন ধ্যনমগ্ন হবেন তিনি। সূত্রের খবর, মূল ভূখণ্ডের অদূরে যে শিলার উপর বসে ধ্যান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সেই 'ধ্যানমণ্ডপম'-এ বসে ধ্যান করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।সারা দেশ ঘুরে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে এসেছিলেন বিবেকানন্দ। মূল ভূখণ্ড থেকে ৫০০ মিটার দূরে একটি শিলায় বসে তিন দিন ধ্যান করেছিলেন তিনি। সেখানেই বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগরের মিলন হয়েছে। মনে করা হয়, সেখানেই আলোকপ্রাপ্ত হন বিবেকানন্দ। হিন্দু ধর্মে কথিত, যেখানে শিবের জন্য তপস্যা করেছিলেন পার্বতী, সেখানেই রয়েছে ওই শিলা। ওই শিলার উপর নাকি পার্বতীর পায়ের চিহ্নও রয়েছে। সেই শিলা 'ধ্যানমণ্ডপম'-এ ধ্যানে বসতে চলেছেন মোদী।

১ জুন ভোট রয়েছে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, ওড়িশা, চণ্ডীগড়ে।আট রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭টি আসনে ভোটগ্রহণ ওই দিন। ওই দফাতেই ভোট রয়েছে মোদীর কেন্দ্র বারণসীতে। ৪ জুন ভোটগণনা। শেষ দফার ভোটের জন্য প্রচার শেষ হবে ৩০ মে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে খবর, ৩০ মে সন্ধ্যা থেকে ১ জুন সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'দিন বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ধ্যানে বসবেন মোদী।আগামী ১ জুন লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ।

এরপর ৩ পাতায়

সপ্তম দফা লোকসভা নির্বাচনের আগে

আরও নড়েচড়ে বসেছে কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ১ জুন রাজ্যে সপ্তম তথা শেষ দফার লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগেই তিন পুলিশ আধিকারিককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।সপ্তম দফার আগে পুলিশ আধিকারিকদের বদলি রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝাই যাচ্ছে যে, কমিশনের বিশেষ নজরে রয়েছে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি। এমনিতেই এই কেন্দ্র এবার যথেষ্ট স্পর্শকাতর। কারণ, সন্দেশখালি ইস্যুতে এখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেকটাই অবনতি ঘটেছিল। আর এবার সামনে নির্বাচন। তাই এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে দায়িত্বে থাকা প্রশাসনের দুই আধিকারিক তথা সুন্দরবনের এসপি এবং মিনাখাঁর এসডিপিওকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে ছটি দফার লোকসভা নির্বাচন। বাকি মাত্র শেষ দফার ভোটগ্রহণ পর্ব। তবে এখনও

এরপর ৩ পাতায়

সৌগত রায়ের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রীর মহামিছিল জনপ্লাবন

বিরাটী : নিউজ সারাদিন : ষষ্ঠ দফা নির্বাচন শেষ। বাকি সপ্তম দফা। ১ জুন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তিন বারের বিদায়ী সাংসদ বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অধ্যাপক সৌগত রায়ের সমর্থনে ইতিমধ্যেই খড়দহ, বরাহনগর, পানিহাটি এলাকায় একাধিক জনসভা মহামিছিল করেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে দমদম কেন্দ্রে প্রার্থী সৌগত রায় কে চতুর্থ বার পুনরায় জয়ী করতে বিরাটী বনিক মোড় থেকে এয়ারপোর্ট ২ নং গেট পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত প্রায় আড়াই কিলোমিটার পদযাত্রা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রীতিমতো পদযাত্রায় ঝড় তুলে দিলেন।দমদম লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী সৌগত রায়ের বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় পা মেলালেন লাখো লাখো মানুষ। রাস্তার দুপাশে ছিলেন আরও হাজার হাজার মানুষ। নেত্রী কে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য ৮ থেকে ৮০র সে কী উচ্ছ্বাস উন্মাদনা। প্রার্থী কে সঙ্গে নিয়ে দমদম মানুষের মন জয় করলেন নেত্রী ।সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বোস, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, নির্মল ঘোষ, সুবোধ অধিকারী, সহ উত্তর দমদম, নববারাকপুর, দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভার পুরপ্রধান উপপুরপ্রধান, কাউন্সিলর ও পদাধিকারীরা। গোটা যাত্রাপথে মোহর মোহর মুহুমুহু স্লোগান উঠল 'জয় বাংলা'।নেত্রীরর পরবর্তী গন্তব্য ছিল কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মালা রায়ের সমর্থনে পদযাত্রা এন্টালি মার্কেট থেকে বালিগঞ্জ ফাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রা। তারপর বেহালা চৌরাস্তায় মালা রায়ের সমর্থনে এক বিরাট জনসভা বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লজ্জাও করে না, একটা প্রকল্প করতে

১৩ বছর লাগে: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিনি দিদির 'কানন'। ছিলেন কলকাতার মেয়র। রাজ্যের মন্ত্রী। তৃণমূলের বিধায়ক এবং দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি। তারপরেও শুধুমাত্র ঘরের কোন্দল, পরকিয়া আর ইগোর জন্য হারিয়েছেন একাধিক পদ। পরে কিছু পদ থেকে নিজেই সরে দাঁড়ান। যাত্রা তাঁর এখানেই শেষ নয়, ছেড়ে দিলেন তিনি তৃণমূলও। এরপরেই মমতা বলেন, 'বেহালা কী ছিল, কী হয়েছে। এখান দিয়ে মেট্রো যাচ্ছে। এটা কার সময়ে হয়েছিল? কে করেছিল? টাকা রেখে এসেছিলাম পিনবুকে, যাতে আমি রেলমন্ত্রী না থাকলেও কাজ হয়। প্রকল্প যাতে বাতিল করতে না পারে। মনে আছে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে এসে প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলাম। আর এক জনকে ধন্যবাদ দেব। যার কথা না বললেই নয়। হয়তো আজ সে সরাসরি তৃণমূল করে না। সেটা অন্য বিষয়। তখন তিনি মেয়র ছিলেন। কোন কোন স্পটে স্টেশন হবে, জমি মিলছিল না। নিজেদের পকেটের টাকা দিয়ে জমি কিনে স্টেশন তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখনও অনেক লোক টাকা পায়নি। আজ এসে প্রধানমন্ত্রী তিন বার করে উদ্বোধন করছে। লজ্জাও করে না, একটা প্রকল্প করতে ১৩ বছর লাগে! আমি ২০০৯ সালে করেছিলাম। শেষ করতে এত বছর লাগল।' বস্তুত মমতা এদিন বুঝিয়ে দিলেন, কানন থুড়ি, শোভন চট্টোপাধ্যায় এখনও রাজনীতি বা তৃণমূল কোথাও অতীত হয়ে যাননি। প্রেমিকার হাত ধরেই যোগ দিলেন পদ্মে। ভোটেও দাঁড়ালেন একুশের যুদ্ধে। কিন্তু হারলেন। পদ্মের সঙ্গেও দূরত্ব বাড়ালেন। তবুও এখনও তাঁর আনুষ্ঠানিক ভাবে ফেরা হল না তৃণমূলে। তাঁর স্ত্রী এখন বিধায়ক ও কাউন্সিলর। বেহালা

এরপর ৩ পাতায়

এবারও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী সায়নী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে দলের একাধিক যুব নেতা-নেত্রীকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সায়নী ঘোষ। যাদবপুরের মতো হাইভোল্টেজ আসনে তাঁকে দাঁড় করিয়েছে জোড়াফুল শিবির। গতবার এই কেন্দ্র থেকে রেকর্ড মার্জিনে জয়ী হয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী ।এদিকে মমতার পর সম্প্রতি সায়নীও জনপ্রিয় এক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'মিমির খামতি ছিল'। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মিমির হাত থেকে যাদবপুরকে কেমন অবস্থায় পেয়েছেন? জবাবে তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'যাদবপুর মিমির বিষয় নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের বিষয়। টালিগঞ্জে অরূপ বিশ্বাস বিষয়। যাদবপুরে মলয় মজুমদার বিষয়, আমাদের বিধায়ক, পৌর প্রতিনিধিরা লাগাতার কাজ করছেন। মিমির প্রচুর দায়িত্ব ছিল। কিছু কাজ করেছে, কিছু করতে পারেনি। খামতি আছে, আমি পূরণ করব'।

সায়নীর সংযোজন, 'মিমি নিজের মতো করে কাজ করার চেষ্টা করেছে। কিছু চুতি-বিচ্যুতি থাকে। আগেই বলেছে ও প্রথমে একজন অভিনেত্রী। তবে আমি প্রথমে একজন সভানেত্রী। যাদবপুরের মানুষও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই আমায় গ্রহণ করেছে'।

তবে এবার তাঁকে টিকিট দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, বরং আস্থা রাখা হয়েছে সায়নীর ওপর।

গত রবিবার সায়নীর সমর্থনে হরিনাভিতে একটি সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেখানে সায়নীকে কাছে ডেকে বলেন, 'আমার প্রার্থী সায়নী। ওকে এই কারণে দেওয়া হয়েছে, কারণ আগের বার আপনারা ততটা সার্ভিস পাননি'। মমতা কারোর নাম না নিলেও তিনি যে বিদায়ী সাংসদ মিমির কথাই বলছেন তা বুঝতে কারোর অসুবিধা হয়নি। এই আবহে এবার মুখ খুললেন সায়নী।

যাদবপুর তেমন 'সার্ভিস' পায়নি একথা বললেও মমতা অবশ্য মিমিকে দোষারোপ করেননি। বরং বলেছিলেন , 'তাঁর অবশ্য কোনও দোষ ছিল না। তিনি নিজের সিনেমার দুনিয়ায় ব্যস্ত। এটা আমাদেরই দোষ ছিল। সেই কারণে আমরা সেই দোষ শুধরে নিয়েছি। সায়নী এলাকায় পড়ে থেকে লড়াই করবেন। দাঁতে দাঁত চেপে উন্নয়নের কাজ করবেন'।

একদা 'বাম গড়' হিসেবে পরিচিত যাদবপুরে গত কয়েকবছরে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের দাপট। এবারও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী সায়নী। তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'আমি যাদবপুরের মেয়ে, যাদবপুর নিজের মেয়েকেই চাইছে। আমার স্কুল, কলেজ, নাচ, গান, টেবিলটেনিস সব এই জায়গা জুড়ে'।

দল-মত নির্বিশেষে রেমালে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে

থাকার আহবান নতুনধারার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দল-মত নির্বিশেষে রেমালে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে থাকার আহবান জানিয়েছেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির নেতৃবৃন্দ। ২৮ মে প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী, প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষকবন্ধু আবদুল মান্নান আজাদ, রেজাউল করিম নাসির তালুকদার, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রী, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা রেমালে নিহতদের বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা, আহতদেরকে সরকারি অর্থায়নে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষকে সামর্থ্যনুযায়ী সহায়তা করার আহবান জানান। নতুনধারার চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বিবৃতিতে বলেন, কোন নেতাকে কোন দেশ থেকে এনে বিচার করবেন, তা না ভেবে বাংলাদেশের রাজনীতি-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-কূটনীতি এবং অর্থনীতিকে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার সময় এখন। রেমালে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য দেয়া সরকারি সহায়তা যেন দলীয় নেতাকর্মী এবং সরকারি চাটুকাররা চেটে খেতে না পারে সেই দিকেও দৃষ্টি দেয়ার জন্য সরকার প্রধানসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান। নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের রাজনীতিকদের মাধ্যমে কায়িক ও আর্থিক সহায়তা দেয়া শুরু করেছেন বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

এবার প্রকাশ্য মঞ্চে সেই রেখার

ভূয়সী প্রশংসা করলেন নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর সন্দেশখালির রেখা পাত্রের কাছে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফোন। প্রচারের আগেই সেই ফোন উৎসাহ জুগিয়েছিল রেখাকে। আর এবার প্রকাশ্য মঞ্চে সেই রেখার ভূয়সী প্রশংসা করলেন নরেন্দ্র মোদী। রেখা পাত্র এদিন যেভাবে ভাষণ দেন, তা মুগ্ধ করেছে প্রধানমন্ত্রীকে রেখাকে মা দুর্গার সঙ্গে তুলনা করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আমি ওঁর বীরত্বকে সম্মান জানাই। ওঁকে মা দুর্গার পুজারী বলে মনে করি। বাংলায় শাহজাহান শেখের মতো অত্যাচারীদের শেষ করতে রেখা পাত্রকে প্রয়োজন। তাঁকে জেতানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' এদিন বারাসত ও বসিরহাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারসভায় হাজির ছিলেন মোদী।

বক্তব্যের মাঝে রেখার প্রশংসা করে মোদী বলেন, "কী দারুণ ভাষণ দিলেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের নজর যাওয়া উচিত। তৃণমূলে তো একজনও এমন নেতা নেই যিনি রেখা পাত্রের মতো ভাষণ দিতে পারেন।" তিনি আরও বলেন, "গোটা দেশ দেখছে, কীভাবে একজন গরিব পরিবারের মেয়েকে দেশের সংসদে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ করেছে বিজেপি।" এ ক্ষেত্রে নারীশক্তির সম্মানের লড়াই হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি মনে করেন, দেশের মহিলাদের কণ্ঠস্বর সংসদে পৌঁছে দেবেন রেখা।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার: নিউজ সারাদিন : যারা ভাবছে যে আমার ক্ষতি করেছে , তাদের ধারণাটাই ভুল ঈশ্বর তার প্রমান দেবে সময় মতো। হাজার ক্ষতি করতে চাইলেও ঈশ্বর সর্বদাই সৎ মানুষের সাথে থাকে তার প্রত্যক্ষ পরমান আমি নিজে। মায়ের কাছে ফ্যামিলি নিয়ে আসার আগে অনেক বাধা-বিপত্তি ও আমার বাড়ির ছেলেটা মনে আমার ভাইয়ের ছেলেকে মনে হচ্ছে কিডন্যাপ করে সরিয়ে রেখে, তারপরেও মায়ের কাছে ছুটে এসে মায়ের দর্শন পূজা করলাম। অন্যদিকে আমাদের আগে পুকুরের বিষ দিয়ে কী করতে চেয়েছে ঈশ্বর তার বিচার করবে অনিবার্য, তাই আমরা ঈশ্বর মানি আর নাই বা মানি সারা বিশ্বজুড়ে মায়ের প্রভাব বিস্তার লাভ করে রয়েছে এই ধরাধামে, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাস আর ভরসায় মা তারা। ঈশ্বর ছাড়া এই পৃথিবীতে বাঁচার কোন রাস্তাই নেই, ঈশ্বরী পারে একটা মানুষকে যত যত যোগ্য স্থানে পৌঁছে দিতে। তবে রাজনৈতিক হিংসা মানুষকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করে আর ঈশ্বর তার একের পর এক বিচার-বিবেচনা করতেই থাকে। ঈশ্বর পারে না এমন কোন কাজ নেই এটা আমি আমার জীবনের উপলব্ধি দিয়ে বলতেই পারি। ঈশ্বর আমরা বিভিন্ন রূপে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন বিষয়ে তাকে দেখে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যেন বিরাজমান। তাই বলবো মানুষ যত অসহায়হয়ে পড়ে তার বুদ্ধি বিবেক এবং জ্ঞান ততটাই লোপ পেয়ে যায়। কে প্রকৃত বন্ধু আর কে বন্ধু নয় সেটি বিপদে পড়লে সবকিছু পরিষ্কার হয় নিজের কাছে।এ প্রসঙ্গে নিজের কিছু উপলব্ধি কথা না লিখলে আজ আমার এই লেখাটি আপনাদের কাছে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।অনেকেই আমাকে বলেছে তুমি সাংবাদিকতা কেন করছ এটা ছেড়ে দাও আমি স্বামী বিবেকানন্দর কথামতো বলেছিলাম ঈশ্বর যা করার আমি তাই করছি। স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ ছিলেন, এ প্রসঙ্গে হয়তো অনেকের অজানা। স্বয়ং ঈশ্বর বিবেকানন্দকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছে, সে প্রসঙ্গে একটু বলে রাখাই ভালো।স্বামী বিবেকানন্দ এর একটি ঘটনা স্বামীজী একবার তাঁর শিষ্য ও ব্রহ্মচারীদের একটি তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলেছিলেন - একবার তিনি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি যে কামড়ায় ছিলেন, সেখানে এক ভদ্রলোক তাঁকে অনেক্ষন ধরে লক্ষ্য করছিলেন।এক সময় সেই ভদ্রলোক স্বামীজীর কাছে এসে বসলেন। স্বামীজী তার দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে দেশের ও দেশের মানুষের কথা ভাবছিলেন।তার তখন প্রচন্ড খিদেও পেয়েছিল। যাইহোক, লোকটি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ স্বামীজীকে বললেন - এ জীবন কেন বেছে নিলেন ? আপনার বয়স এখন খুব কম। আপনি এই বয়সে কর্ম ত্যাগ করে এই গেরুয়া বসন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।আলস্য জীবন যাপন করে কি লাভ ? খেটে খেতে শিখুন, এতেই সব আনন্দ।পরের দয়ায় পেট চালিয়ে লাভ কি ? স্বামীজী ভদ্রলোকের সব কথা শুনলেন। কিন্তু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না করে শুধু বললেন - আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি যা করান আমি তাই করি। খানিকক্ষণ বাদে একটি ষ্টেশন এলো, স্বামীজী এবং সেই ভদ্রলোক দুজনেই সেখানে নামলেন। ভদ্রলোকটি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন- সঙ্গে কোনো খাবার আছে কিনা ? থাকলে সেটা খেয়ে নিন। স্বামীজী বললেন - আমার সঙ্গে কোনো খাবার নেই। ভদ্রলোকটি বললেন - এটাই তো স্বাভাবিক। কর্ম না করলে অর্থ আসে না।আর অর্থ না থাকলে খাবারও আসে না। তাই দেখুন আপনার কাছে খাবার নেই আর আমি দিব্যি এখন খাবো। এই বলে ভদ্রলোকটি সঙ্গে থাকা খাবার খেতে আরাম্ভ করলেন। স্বামীজী শুধু লোকটিকে বললেন - আমি ঈশ্বরের কৃপায় থাকি, তিনি যা করান আমি তাই করি। এই বলে স্বামীজী কাছেই একটি গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। লোকটি খাবার খেতে খেতে স্বামীজীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিছুটা রাগান্বিত ভাবেই দেখতে লাগলেন। এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন- ঈশ্বর ঠিকই করেছেন, এই বয়সে কর্ম ত্যাগ

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

লজ্জাও করে না, একটা প্রকল্প করতে ১৩ বছর লাগে: মমতা

এখন দেখেন সেই স্ত্রীই। দলও তাঁর পাশে। তবুও তিনি অতীত হয়ে যাননি সম্পূর্ণ। কেননা দিদিই যে তাঁর পাড়ায় সভা করতে এসে তাঁর নাম না করেই তুলে ধরলেন তাঁকে। বুঝিয়ে দিলেন, কাননের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন না ঘটলেও তিনি এখনও ক্লোজড চ্যাপ্টার হয়ে যাননি। যে কোনও দিন তিনি ফের ফিরতে পারেন স্বমহিমায়। হাসছেন বৈশাখী। সে হাসি যুদ্ধজয়ের। পাশে ঘরে বসে দিদির কানন থুড়ি শোভন। সভায় তখন হাজির স্ত্রী রত্না। নজরে শোভন চট্টোপাধ্যায়।এদিন দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা কলকাতা পুরনিগমের চেয়ারপার্সন মালা রায়ের সমর্থনে বেহালা চৌরাস্তায় একটি সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়(Mamata Banerjee)। সেই সভায় হাজির ছিলেন তৃণমূলের বিধায়িকা তথা কাউন্সিলর এবং শোভনের প্রাক্তন স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়(Ratna Chatterjee)। মমতা নিজের সভা শুরুর আগে রত্নার নাম স্বীকার করে নেন হাজিরাদের তালিকায়। তারপরে বক্তব্য শুরুতে তিনি তুলে ধরেন বেহালার উন্নয়ন নিয়ে। সেই সময় উঠে আসে মেট্রো রেলের কথা। আর তখনই শোভনের নাম না করেই তাঁকে কার্যত ক্রেডিট দেন তৃণমূলনেত্রী। বুঝিয়ে দেন কানন তৃণমূলে না ফিরলেও দিদির হৃদয়ে এখনও তিনি কানন হয়েই রয়ে গিয়েছেন। তাই প্রতিবছর এখনও দিদির কাছে থেকে ভাইফোঁটা নিতে যেতে হয় কাননকে। এদিনের সভা থেকে মমতা বলেন, 'হাঁটা আমায় দেখে চমকায়। আমি চমকাই না। আমার পায়ে পায়ে চলতে ভাল লাগে। আজ দুটো রোড-শো করেছি। ঘামে চুপচুপ করছিলাম। ১৫ মিনিটের জন্য বাড়ি গিয়ে শাড়ি ছেলে এলাম। বাড়ি ঢুকলে বলতে মুড থাকে না। কিন্তু বেহালা বলে কথা। শেষের দিকে আসবই। না হলে আমার জীবনের জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হতে পারে না। আপানারাই জন্ম দিয়েছেন।'

২ পাতার পর

মায়ের আশীর্বাদ অসীম
সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

করলে এই ভাবে অনাহারে থাকতে হয়।ঐদিকে স্বামীজী প্রচন্ড খিদে নিয়ে চুপ করে গাছের তলায় বসে আছেন।এমন সময় এক ভদ্রলোক স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তার প্রচুর খাবার। তিনি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন - আপনিই কি স্বামী বিবেকানন্দ ? স্বামীজী বললেন - হ্যাঁ। লোকটি করোজোড়ে নতজানু হয়ে স্বামীজীকে বললেন - গতকাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে আমার ইষ্টদেব আমার ভগবান দর্শন দিয়ে বললেন - আগামীকাল এই গাছের তলায় আমার এক ভক্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে, তাঁকে তুই অবশ্যই খাওয়াবি। তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। এই বলে লোকটি স্বামীজীকে তার আনা খাবারগুলো গ্রহণ করতে বললেন। স্বামীজী হাসি মুখে তাকে আশির্বাদ করলেন। এই দেখে সেই খাবার খাওয়া ভদ্রলোকটি অবাক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর কাছে এসে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন। এবং বললেন - আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি নির্বোধ, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। অহংকার বশতঃ আপনাকে অনেক অপমান করেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। স্বামীজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং বললেন- এই জগতে কাউকে তাচ্ছিল্য করতে নেই।এসব প্রসঙ্গ একটাই কথা বলার ছিল ঈশ্বর চিরকাল বিশ্বজুড়ে ছিল থাকবে আছে। ঈশ্বর ছাড়া জীবের কোন গতি নেই, মা যাকে দিয়ে যা করায়, তাই সে কাজটি করে। মা আজো পশ্চিম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বিরাজমান, তাই বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত দ্বারকা নদীর পূর্ব পাড়ে অতীতের চন্ডীপুর আজ তারাপীঠে পরিনত হয়েছে। তবে আগেকার শিমূল গাছ আজ আর নেই। নেই খরস্রোতা দ্বারকা নদীটিও। বর্তমানে মহাশ্মশানের ভয়াবহতাও অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবে প্রাচীন কালের মতো আজও দেবীর মাহাত্ম্য অমলিন। তারা মায়ের প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার পর ১২২৫ বঙ্গাব্দে মল্লারপুরের বাসিন্দা জগন্নাথ রায় আটচালা ইট দিয়ে নতুন মন্দিরটি নির্মান করেন। মন্দিরটির টেরাকোটা শিল্প আজও পর্যটকদের নজর টানে। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর দেবী দুর্গার মূর্তি রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানও রয়েছে সারা মন্দির জুড়ে। মন্দিরের উল্টোদিকে আছে চন্ডীমন্ডপ। মূল দেবী এখানে তারা কালী। দেবীর মুখ ছাড়া সারা অঙ্গ কাপড়ে আবৃত। আর অন্তরালে কষ্টিপাথরের শিবঠাকুর বর্তমান। রাত আটটার পর মহাকালী দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা মেলে। এছাড়াও মন্দির চত্বরেই রয়েছে বিষ্ণুর দুই পাষাণমূর্তি। তারা মন্দিরে ঈশানকোনের ছোট্ট মন্দিরে চন্দ্রচূড় শিব বর্তমান।এসব তথ্য আমি কোথা থেকে পেয়েছি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ছোটবেলা থেকে সব কিছুর পিছনে একটু অনুসন্ধান করার ইচ্ছা শক্তি আমার প্রবল আছে।সেটাকে কাজে লাগিয়েছি পড়াশোনার মাধ্যমে সব কিছু তথ্য জোগাড় করা,বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছি। আজ তা আমার কলমে তুলে ধরছি।রামপুরহাট শহর তান্ত্রিক দেবী তারার মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী এই মন্দির ও শ্মশান একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই মন্দির ৫১ সতীপীঠের অন্যতম বলে কথিত। এই স্থানটির নামও এখানকার ঐতিহ্যবাহী তারা আরাধনার সঙ্গে যুক্ত। তবে শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমে অন্যতম প্রধান শাক্তপীঠ তারাপীঠ।ঠিক কবে এই পীঠস্থান আবিস্কৃত হয়, তা যেমন সঠিক জানা যায় না। তেমনই সুস্পষ্ট নয় তারাদেবীর কাল্ট সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। অতিপ্রাচীন দেবীশিলা মা উগ্রতারা, বশিষ্ঠদেবের পরম্পরা, সর্বোপরি দিব্যপুরুষ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্ষ্যাপাকে ঘিরে চলিত রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি। বীরভূমের প্রধানতম তীর্থ তারাপীঠ আজ আন্তর্জাতিক কৌতূহলের কেন্দ্রভূমি। রহস্যের পরে রহস্য আবৃত রেখেছে এই শক্তিপীঠকে।

কেন এখানকার দেবী নাম তারা হল, তাই নিয়েও আছে পুরাণের এক কাহিনি। সমুদ্রমন্থনে ওঠা বিষ পান করে শিব হয়ে উঠলেন নীলকণ্ঠ। বিষে জর্জরিত তিনি। সেই যন্ত্রণা থেকে কীভাবে শিব মুক্তি পাবেন। সব দেবতা 'দেবী তারার' কাছে গিয়ে বললেন, শিবকে গরলমুক্ত করতে। 'দেবী তারা' তখন শিবকে আপন সন্তানের মতো কোলে নিয়ে আপন স্তন্য থেকে অমৃত পান করাতে লাগলেন। সেই অমৃত পান করে শিবের বিষজ্বালা দূর হল। সেই থেকে দেবীর নাম হল তারিণী। তিনি শিবকে তারণ করেছেন। এই বিশ্বকেও তিনি তারণ করেন। সেই তারিণী থেকেই তারা নামের সৃষ্টি।সেই কারণে বিখ্যাত বীরভূমের এই পিঠস্থান তার নাম হয়েছে তারাপীঠ। তারাপীঠের মন্দিরের দু'শো বছর পূর্ণ হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কথাটা আংশিক সত্য। কেননা তারাপীঠের মন্দিরের ইতিহাসকে দুশো বছরের মধ্যে আটকানো যায় না। তার ইতিহাস প্রাচীন, আবছায়া, অস্পষ্ট এক অতীতের মধ্যে মিশে আছে। একদিকে পুরাণ আর একদিকে ইতিহাস। একদিকে লোককথা, অন্যদিকে দলিল। সব মিলেই তারাপীঠের মন্দির এবং তারামায়ের কাহিনী একাকার হয়ে গিয়েছে। ইতিহাসকার শুধু প্রমাণ খুঁজতে গেলে অতীতের আবছায়া কাহিনীগুলোকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে ভক্তপ্রাণ বাঙালি হৃদয় সেসব আত্মসাৎ করে বসে আছে। তাই আপাতভাবে মন্দিরের দু'শো বছর কথাটা আংশিক সত্য। ইতিহাসকার থাকুন ইতিহাস নিয়ে, ভক্ত থাকুন তাঁর আপন বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসের উপরে অবলম্বন করেই মা ইচ্ছায় এই মন্দিরটি তৈরি হয় তারাপীঠ।

এভাবেই তারাপীঠে প্রথম মন্দির নির্মাণ হয়। শুরু হয় মায়ের ভোগরাগ। কিন্তু তার আগে থেকেই এই স্থান তারামায়ের বিরাজক্ষেত্র। পুরাণেও এই স্থানের বর্ণনা মেলে। এখানকার সিদ্ধ শ্মশানে বহু সাধুসন্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন। পুরাণের সেই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আমরা জানি। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষের যজ্ঞাগারে আত্মাহুতি দেন সতী। সেকথা শুনে শিব সতীর দেহ নিয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করেন। শিবকে থামাতে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন। সেই দেহখণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে এক একটি সতীপীঠ গড়ে ওঠে। সতীর ঊর্ধ্ব নয়নতারা বা প্রজ্ঞানয়ন পড়েছিল তারাপীঠের সেই শ্বেতশিমূল গাছের নীচে। পুরাণের কাহিনী থেকে আরও জানা যায়, সতীহারা শিব দেবীকে কামনা করে এখানে এসে সাধনা করেন। তিন লক্ষ জপ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তারা বলেছিলেন, তিনি আবার উমারূপে তাঁর কাছে স্ত্রী রূপে যাবেন। আরও জানা যায়, মহামুনি বশিষ্ঠ বিষ্ণুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে এখানে এসে সাধনা করেছিলেন। সেই শ্বেতশিমুল, গাছের নীচে বসে তিনিও তিন লক্ষ তারা জপ করেছিলেন। তিনি সাধনলাভ করেছিলেন আশ্বিন মাসের কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশীতে। আরও আশ্চর্যের ঘটনা হল, জয়দত্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে প্রথম যেদিন দেবীর পুজো করেছিলেন, সেদিনটাও ছিল কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশী। আজও এই বিশেষ দিনে তারামায়ের পুজো ধুমধাম করে হয়।আমার গবেষণায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তারা মায়ের মন্দির কে নিয়ে।রাণ থেকে মধ্যযুগ হয়ে ফেরা যাক আধুনিক বাস্তবের ইতিহাসে। জয়দত্তের তৈরি করা মন্দির একদিন ক্রমেই জীর্ণরূপ ধারণ করল। তখন সেই মন্দিরকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে এগিয়ে এলেন বীরভূমের এড়োল গ্রামের রামজীবন রায়চৌধুরী। সেটি হল তারাপীঠের মন্দিরের দ্বিতীয় নির্মাণ। সেটা ছিল আনুমানিক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ। রামজীবন ছিলেন তারাপীঠের এলাকা ওই পুরো এলাকার পত্তনিদার। তারাপীঠের মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে ভক্ত রামজীবনের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মন্দির সংস্কারের মতো অর্থ তাঁর ছিল না। তাই প্রজাদের কাছ থেকে তোলা খাজনার টাকায় তিনি আবার নতুন করে মন্দির গড়ে দিলেন। এর ফলে তিনি খাজনার টাকা তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে দিতে পারলেন না। এর বিচার করার জন্য তাঁকে পেয়াদারা মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, খাজনার টাকা দিয়ে তিনি তারামায়ের মন্দির নির্মাণ করেছেন। কোনওরকম তছরুপ তিনি করেননি। নবাব একথার সত্যতা বিচারের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবাবকে জানালেন, রামজীবন সত্য কথাই বলেছেন। তাঁর সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে নবাব সব খাজনা মকুব করে রামজীবনকে রেহাই দিলেন।অন্যদিকে প্রায় আজ থেকে দুশো দুই বছর আগেকার ইতিহাস কি বলছে সেটি আমাদের অনেকেরই জানা, অনেকের অজানা। তবে এমন তথ্য উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গে এই লেখাতেই উল্লেখ করছি।মন্দিরের সেই ভগ্নদশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন জগন্নাথ রায়ও। তিনি ছিলেন মল্লারপুরের জমিদার। মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মানত করেছিলেন 'মাগো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার নতুন মন্দির গড়ে দেব মা।' তারামা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তারপরই জগন্নাথ রায় তারামায়ের মন্দির সংস্কার করে দেন। সেটা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল। মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি করলেন চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির, মায়ের বিরামখানা, ভোগঘর, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি।মায়ের অবতার ও মায়ের মহিমা আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগেকার ইতিহাস জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের কাছে।মা তারা যে সেখানে ছিল ,আজও আছে ,সারা বিশ্বে তার মহিমা ছড়িয়ে গেছে। আজ বিশ্বব্যাপী কাছে তারাপীঠ একটি পীঠস্থান হিসাবে আমরা দেখি ,সবই মায়ের মহিমা।তারাপীঠের বর্তমান মন্দির মল্লারপুরের জমিদার স্থাপন করলেনও গল্পের শুরু জয়দত্ত সদাগরের কথা হতে। আজও মুখে মুখে চলে আসছে তাঁর কাহিনী। আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগের ঘটনা। তিনি ছিলেন বীরভূমের রত্নাগড় নিবাসী। একবার তিনি বাণিজ্যে প্রভূত সম্পদ, অর্থ লাভ করে বাড়ি ফিরছিলেন। চলার পথে অসুস্থতায় মৃত্যু হল তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের। বাড়ি ফিরেই ছেলের অন্ত্যেষ্টি করবেন স্থির করে তিনি মাঝিদের বললেন, পুত্রের দেহটাকে ভালো করে ঘি মাখিয়ে রাখতে। তাতে পচন ধরবে না। এদিকে সন্ধ্যা নেমেছে। রাত্রিটা তাই পথেই বিশ্রাম নিতে হবে। চলতে চলতে থামলেন এক বিশাল জঙ্গলের পাশে। স্থানটির নাম চণ্ডীপুর।

রাতে ঘুম নেই জয়দত্তের। মৃত ছেলের দেহ আঁকড়ে রাত জাগছেন তিনি। সেই সময় তারামা এক কুমারী মেয়ের রূপ ধরে নৌকার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কালো রূপে যেন আলো ছিটকে পড়ছে। রাত্তির আকাশজুড়ে অপূর্ব এক জ্যোতি। অপূর্ব সুন্দরী সেই মেয়েটি জয়দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বাছা, এত নৌকা ভরে কী নিয়ে চলেছো গো?' পুত্রশোকে জয়দত্তের মন ভারাক্রান্ত ছিল। তাই তিনি রাগত স্বরে মেয়েটিকে বললেন, 'ছাই আছে'। সে কথা শুনে মেয়েটি 'আচ্ছা' বলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জয়দত্ত দেখলেন তাঁর নৌকার সব বাণিজ্যসামগ্রী, অর্থ ছাইতে পরিণত হয়েছে। পরদিন সকালে মাঝিরা রান্নায় বসল। খেয়েদেয়ে নৌকা নিয়ে যাত্রা করতে হবে। কাটা শোল মাছ কাছেই এক কুণ্ডের জলে ধুতে গেল তারা। কী আশ্চর্য! জলের স্পর্শ পেয়ে মাছটি জ্যান্ত হয়ে সাঁতরে চলে গেল। মাঝিরা দৌড়ে এসে জয়দত্তকে সব কথা জানাল। জয়দত্তের মনে পড়ল আগের রাতের কথা। সেই মেয়েটির কথা। তখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'মাগো দেখা দে। কে তুই মাগো আমাকে এমন পরীক্ষা করে গেলি। আমাকে ক্ষমা কর মা। আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দে।' সেদিন রাতেই স্বপ্নের মধ্যে ফিরে এলেন সেই মেয়েটি। তাঁকে দেখে জয়দত্ত বললেন, 'পুত্র মলো ধন ছাই কিসের লাগিয়া।' কুমারী মেয়ে রূপী তারা মা তাঁকে বললেন, 'ভবানী 'বলেন সাধু না হও কাতর /প্রাতে উঠি পাবে ধন নৌকার ভিতর।' সেই সঙ্গে তারা মা তাঁকে বললেন, কুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছড়ালেই সে বেঁচে উঠবে। সকালে জয়দত্ত তাঁর হারানো সম্পদ ফিরে পেলেন এবং বশিষ্ঠকুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছেটাতেই ছেলে 'তারা তারা' বলে বেঁচে উঠল। ছেলের মুখে তারা নাম শুনে বিস্মিত জয়দত্ত বুঝতে পারলেন দেবী তারার অলৌকিক কৃপার কথা। পুত্রকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তিনি সারাদিন বসে তারা মায়ের জপ করতে লাগলেন। রাতে আবার দেবী তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তাঁকে আদেশ করে বললেন, 'এই জঙ্গলের মধ্যে একটা শ্বেতশিমুল গাছের নীচে একটা শিলাবিগ্রহ রয়েছে। সেই বিগ্রহ একটা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তার পুজোর ব্যবস্থা করবি। আমি হলাম উগ্রতারা। জঙ্গলের মধ্যে শ্মশানে আমার বাস।' পরদিন সকালে লোকজন নিয়ে সেই বিশাল জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে শ্বেতশিমুল গাছের নীচ থেকে শিলাবিগ্রহ আবিষ্কার করলেন জয়দত্ত। কাছেই পেলেন চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি। বশিষ্ঠকুণ্ড বা জীবিতকুণ্ডের সামনে তাড়াতাড়ি মন্দির নির্মাণ করে সেই শিলামূর্তি ও চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। শুধু তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না। তার নিত্যপূজাও দরকার। তাই জয়দত্ত কাছেই মহুলা গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে নিত্যপূজার দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেন।তবে বিজ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্য মায়ের মহিমা বিরাজমান, সেটি আমরা নিজে চোখে দেখে আসতে পারি তারাপীঠে গিয়ে ও। তারাপীঠের মহাশ্মশানের দ্বিতীয় রহস্য লুকিয়ে আছে শ্মশান-সংলগ্ন দ্বারকা নদীর জলে। এই নদী উত্তরবাহিনী। অর্থাৎ এর স্রোত বইছে উত্তর দিকে। হিন্দু ধর্মে উত্তরবাহিনী নদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, ভারতের প্রায় সব নদীই নেমেছে উত্তর দিকে স্থিত হিমালয় থেকে। অতএব, তাদের ধারা কখনই উত্তর অভিমুখী হবে না। হলে তা বইবে উল্টো খাতে। একমাত্র কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আর বীরভূমে দ্বারকা। তাই দ্বারকা নদী মহাশক্তির উৎস। এই নদীজলে স্নান করলেই সিদ্ধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করেন মানুষ। দূর হয় সব পাপ।

১-ম পাতার পর

ভোটের প্রচার শেষ হলে ধ্যানে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

এর আগে দু'বার লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শেষেও আধ্যাত্মিক সফরে বেরিয়েছিলেন মোদী। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের প্রচার শেষে গিয়েছিলেন কেদারনাথ। ২০১৯ সালে গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের শিবাজির প্রতাপগড় দুর্গে। এ বার ভারতে।

১-ম পাতার পর

সপ্তম দফা লোকসভা নির্বাচনের আগে আরও নড়েচড়ে বসেছে কমিশন

পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যজুড়ে যা ভোট হয়েছে, তাতে বিভিন্ন জায়গা থেকেই সন্ত্রাস এবং অপ্রীতিকর ঘটনার খবর সামনে এসেছে। এমনকি কোথাও কোথাও ভুয়ো এজেন্টও ধরা পড়েছে। ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসক এবং বিরোধী উভয়পক্ষের বিরুদ্ধেই। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু জায়গায় প্রার্থীদের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

আর তাই সপ্তম দফা লোকসভা নির্বাচনের আগে আরও নড়েচড়ে বসেছে কমিশন। শেষ দফা ভোটগ্রহণের আগে রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল। মঙ্গলবার, নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয় সেই কথা। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশ আধিকারিককে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। তাদের বদলে অন্য দুই আধিকারিককে সেই জায়গার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সপ্তম দফার ভোটে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকবেন সেই নতুন দুই অফিসার।আগামী শনিবার, রাজ্যের ৯টি লোকসভা কেন্দ্রে শেষ দফার ভোটগ্রহণ পর্ব রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তার মধ্যে ২টি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি লোকসভা কেন্দ্র হল বসিরহাট। সেই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই রয়েছে সন্দেশখালি বিধানসভা।

বদলি হওয়া পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে রয়েছেন বসিরহাট জেলা পুলিশের অন্তর্গত মিনাখাঁর এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খান, রহড়া থানার আইসি দেবাশিস সরকার এবং সুন্দরবনের পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও নলবথ। এদের সকলকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।আইসি দেবাশিস সরকারের বদলে রহড়া থানায় নিয়ে আসা হল ঋকবেদ সাহাকে। যিনি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। অন্যদিকে, সুন্দরবনের নতুন এসপি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন আইপিএস সন্দীপ কাড়া। মিনাখাঁর নতুন এসডিপিও হলেন অমিতাভ কোনার।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৪৫ সংখ্যা ২৯ মে, ২০২৪ বুধবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

ডিজিটাল প্রযুক্তি মঞ্চ এবং

সুলভে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের প্রশ্নে ভারতের নানা উদ্যোগের কথা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণপূর্ণ এশিয়া অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং সার্বিক কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব শ্রী অপূর্ব চন্দ্র। ৭৭-তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সাধারণ সভার ফাঁকে জেনিভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া শাখার দপ্তর এবং ভারত সরকারের উদ্যোগে "অ্যাডভান্সিং হেল্থ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং অফ বিলিয়ন্স ইন হু সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন" শীর্ষক সম্মেলনে আজ ভাষণ দেন তিনি। আলোচনা শুরু হয় সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে হাতে নেওয়া প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত মিশনের ওপর একটি ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে। ভাষণে স্বাস্থ্য সচিব স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোয় ভারত সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন বিশদে। উঠে আসে কোভিড অতিমারির সময় চালু হওয়া কো-উইন মঞ্চের প্রসঙ্গ। এই মঞ্চকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে ইউ-উইনে- যা সার্বিকভাবে শিশুদের টিকা দান এবং সে সংক্রান্ত ডিজিটাল শংসাপত্র তৈরির একটি মঞ্চ। ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম কেন্দ্র ভারত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে সুলভে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে তাঁর মন্তব্য। স্বাস্থ্য সচিবের বক্তব্যে উঠে আসে বিএইচআইএসএম কিউবের কথা- যা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অন্তত ২০০ জনের চিকিৎসার সহায়ক একটি বিশেষ প্রকরণ বা প্রকৌশল। এটি তৈরি হয়েছে ভারতের আরোগ্য মৈত্রী প্রকল্পের আওতায়। এই আলোচনাচক্রে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা প্রতিষেধক প্রদান ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করা, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, বয়স্কদের চিকিৎসা, মানসিক রোগের মোকাবিলা, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান প্রণালীর বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব হেকালি জিমোমি, রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অরিন্দম বাগচি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া শাখার অধিকর্তা সাইমা ওয়াজেদ প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'-এ পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে জীবনহানি রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর দৃষ্টান্তমূলক সমন্বয়

তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'-এ কেন্দ্র ও রাজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর দৃষ্টান্তমূলক সমন্বয় পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে জীবনহানি রোধ করতে পেরেছে। গত ২২ মে নিম্নচাপ থেকে সৃষ্ট এই ঘূর্ণিঝড় ক্রমেই তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নেয়, যা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলে ২৬-২৭ মে মধ্যরাতে তা আছড়ে পড়ে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপকূলরক্ষী বাহিনীর সদর কার্যালয় থেকে অগ্রিম ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্র ও রাজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে সুসমন্বয় গড়ে তোলা হয়। এর ফলে তা একদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়ক হয়, এর পাশাপাশি জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি রোধ করাও সম্ভব হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় যে পথে ধরে এগোতে পারে সেখানে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী উদ্ধারকারী জাহাজ, বিমান মোতায়েন সহ অন্য নজরদারি ব্যবস্থা নেয়। এছাড়াও, কৌশলগত ব্যবস্থা হিসেবে হলদিয়া এবং পারাদীপে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর দূর নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সতর্কতামূলক সম্প্রচারের মাধ্যমে মাছ ধরার নৌকাগুলিকে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয় ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' আছড়ে পড়ার পর ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ 'ভারাদ' ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী অবস্থা খতিয়ে দেখতে দ্রুত পারাদীপ থেকে রওনা দেয়। এর পাশাপাশি, ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর দুটি ডর্নিয়ার বিমান ভুবনেশ্বর থেকে আকাশে ওড়ে এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে সর্বাত্মক নজরদারি চালায়।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মন্দিরের সেই ভগ্নদশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন জগন্নাথ রায়ও। তিনি ছিলেন মল্লারপুরের জমিদার। মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মানত করেছিলেন, 'মাগো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার নতুন মন্দির গড়ে দেব মা।' তারামা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তারপরই জগন্নাথ রায় তারামায়ের মন্দির সংস্কার করে দেন। সেটা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল। মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি করলেন চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির, মায়ের বিরামখানা, ভোগঘর, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

রাজনীতির বাইরে অনেক মানুষ আছে যারা অত্যন্ত সৎ, রাজনীতি থেকে শতগুণ দূরে থাকে। তারাই একমাত্র সমাজ গড়ার কারিগর, মানুষ গড়ার কারিগর, আর সেইসব সৎ মানুষের উপরে আজও যেন রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত জঘন্য ভাবে পড়েছে। ভালো মানুষকে ভালো জায়গা রাখার মত সৎ মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক বিদ এরাজ্যে নেই বলে মনে হচ্ছে বুদ্ধিজীবী মহলের। গণতন্ত্রের বাইরে আমরা আজ একনায়কতন্ত্র ও জোর-জুলুমের শাসন করার চেষ্টা করছি। এসব বন্ধ হওয়ার স্বপ্ন আমরা কিভাবে দেখি না তবে বাস্তব স্বপ্ন দেখাটাই অনেক ভালো। তাই বলবো

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নেতা ও নেতৃত্ব শব্দযুগল বহুল পরিচিত। সবার ওপরে একটি বিষয়ে বাঙালিদের আগ্রহ লক্ষণীয়। আর তা হলো 'রাজনীতি'। বাঙালি রাজনৈতিক প্রাণী। পেটে ভাত বা পকেটে টাকা না থাকলেও অনেক সময় চলে। কিন্তু রাজনীতি ছাড়া বাঙালির যেন জীবন অচল। বলা যায় জন্মগতভাবেই বাঙালি রাজনৈতিক প্রাণী। চায়ের দোকানে, বাসে বা ট্রেনে, আড্ডায় বা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অনায়াসেই উঠে আসে রাজনৈতিক আলোচনা। এটা শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি গোষ্ঠীই কোনো না কোনোভাবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

টেলিকম দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এসএমএস জালিয়াতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টেলিকম দপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সহযোগিতায় নাগরিকদের এসএমএস জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচাতে সঞ্চার সাথী উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (১৪সি) সাইবার অপরাধের জন্য ৮টি এসএমএস হেডার ব্যবহার করে জালিয়াতির উদ্দেশ্যে করা বার্তা পাঠানোর বিষয়ে তথ্য দিয়েছে।

টেলিকম দপ্তর গৃহীত ব্যবস্থা: ১) দেখা গেছে গত তিন মাসে এই ৮টি হেডার ব্যবহার করে ১০ হাজারেরও বেশি জালিয়াতির উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হয়েছে। ২) এই ৮টি এসএমএস হেডারের মূল মালিক যারা, তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৩) এই সংস্থাগুলির অধীনে থাকা ৭৩টি এসএমএস হেডার এবং ১ হাজার ৫২২টি এসএমএস কনটেন্ট টেমপ্লেট-কেও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ৪) উপরোক্ত কোনও সংস্থাই, এই এসএমএস হেডার অথবা টেমপ্লেট ব্যবহার করে এসএমএস পাঠাতে পারবে না।

টেলিকম দপ্তর এগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে, যাতে নাগরিকরা পুনরায় না ফাঁদে পড়েন। সাইবার অপরাধ থেকে নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতে টেলিকম দপ্তর দায়বদ্ধ।

সাধারণ মানুষ যদি এরকম কোনও বার্তা পান, তা হলে সঞ্চার সাথীতে চাক্ষু সুবিধা ব্যবহার করে টেলিকম দপ্তরকে জানাতে পারেন, যাতে সাইবার অপরাধ অথবা আর্থিক জালিয়াতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

টেলি মার্কেটিং এর জন্য ব্যবহৃত এসএমএস/কল সম্পর্কে:

১) টেলি মার্কেটিং এর জন্য মোবাইল নম্বরে নিষেধাজ্ঞা: মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে টেলি মার্কেটিং এর কাজ করা যায় না। যদি কোনও গ্রাহক তাঁর টেলিফোন সংযোগ ব্যবহার করে কোনও ব্যবসায়িক বার্তা পাঠান, তা হলে এই সংক্রান্ত প্রথম অভিযোগে টেলি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে এবং তার নাম ও ঠিকানা দু'বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হতে পারে। ২) টেলি মার্কেটিং কল চিহ্নিতকরণ: টেলি মার্কেটিং কল চিহ্নিত করা যায়, তাদের প্রথম নম্বরগুলি দিয়ে: ১৮০, ১৪০ এবং দশ সংখ্যার নম্বর থেকে টেলি মার্কেটিং করা যায় না। ৩) স্প্যাম সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে: স্প্যাম সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে হলে ১৯০৯ ডায়াল করুন অথবা ডিএনডি (ডু নট ডিসটার্ব) পরিষেবা ব্যবহার করুন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪-এর ২৫-তম ফিরতি গণনায়

যোগাভ্যাসে যোগ দিলেন ৭,০০০-এরও বেশি উৎসাহী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪-এর বাকি আর মাত্র ২৫ দিন। এই মহোৎসবের ফিরতি গণনায় বিহারের বুদ্ধ গয়ায় মহা সমারোহে যোগ প্রদর্শনের আয়োজন করা হল। এর উদ্যোক্তা ছিল বিহারের বুদ্ধগয়ার মগধ বিশ্ববিদ্যালয়। ২৭ মে ভোরে উদীয়মান সূর্যকে সাক্ষী রেখে সাধারণ যোগাভ্যাসে অংশ নিলেন ৭,০০০-এরও বেশি উৎসাহী মানুষ। অংশগ্রহণকারীদের বিপুল উৎসাহ আরও একবার বুঝিয়ে দিল, মানুষের জীবনে যোগাভ্যাস আজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ব্যক্তি মানুষের নিরিখে তো বটেই, এই কর্মসূচি সামাজিক কল্যাণের প্রসারেও স্মরণীয় হয়ে রইলো। আয়ুষ মন্ত্রকের সাধারণ যোগ বিধির অনুসরণে বিহারের বুদ্ধগয়ায় এই যোগোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রার্থনা, বক্রাসন, পদহস্তাসন, অর্ধচক্রাসন, ত্রিকোণাসন, ভদ্রাসনের মতো বিভিন্ন আসন এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়। মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগার অধিকর্তার নির্দেশনায় সমবেত মানুষজন এইসব আসন অভ্যাস করেন।

আয়ুষ মন্ত্রকের অধীন একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগা, দেশে যোগের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখান থেকে হাজার হাজার দক্ষ যোগ গুরু প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতাই নয়, তাঁদের প্রয়াসে মানুষের মধ্যে মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক চেতনারও বিকাশ ঘটেছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ডঃ কাশীনাথ সামাগান্ধী। বিপুল সমাবেশের জন্য তিনি অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদযাপন শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকেই যোগাভ্যাস বিশ্বে নজর কেড়ে নিয়েছে। গত বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশ্বজুড়ে সাড়ে ২৩ কোটিরও বেশি মানুষ যোগ অনুশীলন করেছিলেন। এই বছর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে বলে আয়ুষ মন্ত্রক আশা করছে। ডঃ সামাগান্ধী, ভিক্ষু বড়া বোধি এবং এসআরটি আয়ুর্বেদের অধ্যক্ষ ডঃ রাজীব লোচন দাস প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগার আধিকারিক আইএন আচার্য সবাইকে স্বাগত জানান।

চলতি বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আয়ুষ মন্ত্রক মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগার সহযোগিতায় ১০০ দিনের এক প্রচারাভিযান শুরু করেছে। এতে ১০০টি শহরে ১০০টি সংস্থার উদ্যোগে যোগ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। এর মধ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেট সংস্থা ও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা যোগের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার যোগাভ্যাসের পরিধি আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই অনুষ্ঠান আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আয়ুষ মন্ত্রক, মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট যোগ প্রতিষ্ঠান সোশ্যাল মিডিয়ায় এর প্রচার করেছে। বিশ্বজুড়ে বহু মানুষ যোগের রূপান্তরমুখী শক্তির সাক্ষী হতে পেরেছেন।

২০২৪ সালটা শুরুই হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তীব্র জল্পনার মধ্য দিয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালটা শুরুই হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তীব্র জল্পনার মধ্য দিয়ে। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ তো চলছিলই। ২০২৩-এর শেষে শুরু হয়েছিল হামাস বনাম ইজরায়েলের যুদ্ধ। আর একে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে মধ্য প্রাচ্যে। এদিকে, তাইওয়ান নিয়ে আগ্রাসন বাড়াচ্ছে চিন। কোরিয়া উপদ্বীপের অবস্থাও তথৈবচ।মাত্র কয়েকদিন আগেই ব্রিটেন সরকার একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, কী কী জিনিস ব্রিটিশদের মজুত করতে হবে, তা জানানো হয়েছে সেই ওয়েবসাইটে। এদিকে, গত মঙ্গলবার তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টির লাই চিং তে। চিন বিরোধী লাই দায়িত্ব নেওয়ার পরই তাইওয়ানকে তিন দিক থেকে ঘিরে সামরিক মহড়া চালিয়েছে চিন। রবিবার, আরও একবার আঁচ উসকে উঠেছে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের। তেল আবিব লক্ষ্য করে রকেট বৃষ্টি করেছিল হামাস। পাল্টা ইজরায়েলি এয়ারস্ট্রাইকে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ গাজাবাসীর। আর আজ, সোমবারই (২৭ মে) উত্তর কোরিয়ার ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের প্রেক্ষিতে আধঘণ্টার জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছিল জাপানে। কাজেই, কুশল কুমারের দাবি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ১৮ জুন আসতে কিন্তু আর তিন সপ্তাহ বাকি।রোজ হুমকির ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন কিম জং উন। তাহলে কি দিগন্তে দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ গোটা বিশ্বের স্মৃতিতে এমন এক ভয়ানক ছাপ রেখে গিয়েছে, যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাবনাতেই ছ্যাঁত করেলউঠতে পারে বুকের ভিতর। কিন্তু তাও, সেই নস্ট্রাডামুসের আমল থেকে যুগে যুগে জ্যোতিষীরা বলেছেন, আরেকটি বিশ্ব-স্তরের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। আর এবার একেবরে দিনক্ষণও বলে দিলেন এক ভারতীয় জ্যোতিষী।

নিজেকে বৈদিক জ্যোতিষী বলে দাবি করেন কুশল কুমার। গ্রহ-নক্ষত্রের চার্ট দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন তিনি। তাঁর ভক্তরা বলে, তিনি ওনয়া নস্ট্রাডামুস্থ। এহেন কুশল কুমারের দাবি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। 'মিডিয়াম' নামের একটি ওয়েবসাইটে লেখা একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন, "বিশ্বে ব্যাপী হটস্পটগুলিতে যুদ্ধের পরিস্থিতির বিচারে ২০২৪ সাল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। বিশেষ করে ৮ মে থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতি চরমে উঠতে শুরু করেছে। কোরিয়া, চিন-তাইওয়ান, ইজরাইলকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা এখন চরমে। ইউক্রেন-রাশিয়া, ন্যাটো তো আছেই।"কিন্তু, কবে শুরু হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? কুশল কুমার বলেছেন, "গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বলছে, ২০২৪ সালের ১৮ জুন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সবথেকে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ১০ এবং ২৯ জুনও শুরু হতে পারে।" কুশল কুমারের দাবি অযৌক্তিক মনে হতে পারে। যুক্তিবাদীরা তাঁর কথা মানতে নাই পারেন। কিন্তু, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মতো পরিস্থিতি যে গত কয়েকদিনে আরও অনেকটা এগিয়েছে, তা কি তারা অস্বীকার করতে পারবেন?

সিনেমার খবর

cinema TV

প্যানিক অ্যাটাক নিয়ে আলোচনায় জাহ্নবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুক্তি পেতে যাচ্ছে জাহ্নবী কাপুরের বলিউড সিনেমা 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি'। স্বাভাবিকভাবে এ সিনেমা নিয়ে এখন আলোচনা হওয়ার কথা। কিন্তু সিনেমাকে ছাপিয়ে জাহ্নবী এখন আলোচনায় আছেন প্যানিক অ্যাটাক নিয়ে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হঠাৎ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এ অভিনেত্রীর প্যানিক অ্যাটাক হওয়ার খবরটি।

ইনটারনেটে অনেক আলোচনাও চলছে যে, 'জাহ্নবী কাপুর একটি রিয়েলিটি শোতে যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁর প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল এবং যা নিয়ে তিনি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।' এমন আলোচনার সূত্র ধরেই প্রশ্ন উঠছে - কবে, কোথায়, কীভাবে এমন ঘটনা ঘটেছে? অনুরাগীদের এসব প্রশ্ন উত্তর খুঁজতে ভারতীয় গণমাধ্যমকর্মীরা মুখোমুখি হয়েছিলেন জাহ্নবীর।

অভিনেত্রী নিজেও জানিয়েছেন, প্যানিক অ্যাটাকের ঘটনা, যা ঘটেছিল তাঁর প্রথম সিনেমা মুক্তির প্রাক্কালে। বলেছেন, 'ধড়াক' ছবির প্রচারের সময় একটি রিয়েলিটি শোতে গিয়েছিলাম। যে শোতে, আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। কিন্তু যখন সে আয়োজনে মাকে শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়ে বলা হয়, তখন খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। কারণ, আমন্ত্রণ জানানোর সময় আমাদের বলা হয়নি, এই শোতে এরকম কিছু ঘটতে চলেছে। তারপরও বিরক্তি চেপে রেখেছিলাম; সেই মুহূর্তে আর কিছু করার ছিল না বলে।

শোতে মায়ের অভিনীত সিনেমার সাড়া জাগানো গানগুলো নিয়ে একটি অডিও-ভিজুয়্যাল তুলে ধরা হয়েছিল; যা ছিল সত্যি অপূর্ব। এমন কিছু দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু অডিও-ভিজুয়ালের উপস্থাপনা সুন্দর হলেও তা সহজভাবে নিতে পারিনি। কারণ, আমার সামনে যখন মায়ের গানগুলো বাজতে শুরু করে তখন কেন জানি শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। দেখতে দেখতে একটা পর্যায়ে কান্নাও শুরু করে দিয়েছিলাম। এরপর মঞ্চ ছেড়ে সোজা ছুটে গিয়েছিলাম আমার ভ্যানে। তখনই শুরু হয়েছিল প্যানিক অ্যাটাক।'

অনুরাগীদের অনেকেই জানেন, জাহ্নবী তাঁর মা অভিনেত্রী শ্রীদেবীর খুব কাছের ছিলেন। সে কারণে মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বড় ধাক্কা খেয়েছিলেন। মায়ের কথা ভেবে প্রায়ই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন, কখনও আবার প্যানিক অ্যাটাকের মতো ঘটনাও ঘটে যায়। সে কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন এ বলিউড তারকা নিজেই।

এদিকে শোরগোল না থাকলেও জাহ্নবীর 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি' সিনেমা নিয়ে অনেকেই কৌতূহলী। শরণ শর্মা পরিচালিত এ সিনেমায় আবারও একবার তাঁকে দেখা যাবে রাজকুমার রাওয়ের বিপরীতে। অভিনয়ে আরও আছেন কুমুদ মিশ্র, রাজেশ শর্মা, জেরিন ওহাব, অভিষেক ব্যানার্জি প্রমুখ।

ইংরেজি বলার ধরন নিয়ে কটাক্ষ; অবশেষে মুখ খুললেন কিয়ারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি এবারই প্রথম কান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেন। সেখানে কিয়ারার পোশাক যতটা প্রশংসিত হয়েছে, ততটাই সমালোচিত হয়েছেন তিনি, তার ইংরেজি বলার ধরনের কারণে। গত কয়েক দিন ধরেই হাসাহাসি হচ্ছে তাকে নিয়ে। অবশেষে কটাক্ষের জবাব দিলেন অভিনেত্রী। কানে উপস্থিত আলোকচিত্রীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, আমার কাছে কান-এ আমন্ত্রণ পাওয়াটা খুবই সম্মানজনক। আমার কেরিয়ারের এক দশক হতে চলেছে। তার মাঝে অসাধারণ একটি প্রাপ্তি হলো আমার। প্রথমবারের মতো কান চলচ্চিত্র উৎসবে আসতে পেরে এবং 'রেড সি ফাউন্ডেশন ফর উইমেন ইন সিনেমা' কর্তৃক সম্মানিত হতে পেরে আমি আপ্লুত। পুরো কথাটিই তিনি ইংরেজিতে বলেছেন এবং নায়িকার বলার ভঙ্গি নিয়ে অনেকে হাসাহাসি করছেন। অনেকেই তার এই কথা শুনে বলছেন, কিয়ারা কি নিজেকে কিম কার্দাশিয়ান মনে করছেন? অনেকে আবার বলেছেন, ভারতের বাইরে বেরিয়েই বিদেশি হয়ে গিয়েছেন নাকি নায়িকা। কান-এ থাকাকালীন এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি কিয়ারা, দেশে ফিরতেই কটাক্ষের জবাবে তিনি সোশ্যাল সাইটে লিখেছেন, যে নারী অন্য নারীর হয়ে কথা বলে, তার পাশে দাঁড়ান। তাকে উৎসাহ দিন, যাতে সেই মানুষটি নিজেকে বিশ্বাস করা শুরু করে।

বলিউডে নাম লেখাতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী কীর্তি সুরেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে অভিষেকের অপেক্ষায় দক্ষিণের তারকা অভিনেত্রী কীর্তি সুরেশ। সিনেমার নাম ঠিক করা হয় বেবি জন। এটি পরিচালনা করছেন তামিল ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় নির্মাতা কালিস। এর প্রধান চরিত্রে কীর্তির সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানকে। এর মধ্যেই প্রকাশ পেল নতুন খবর। রুপালি পর্দায় প্রথমবারের মতো অভিনেতার সঙ্গে অন স্ক্রিন লিপ কিস করতে দেখা যাবে কীর্তিকে।

এ সিনেমার মাধ্যমেই বলিউডে নাম লেখাতে যাচ্ছেন কীর্তি। এর আগে তিনি তেলেগু 'রঙ দে', 'পেঙ্গুইন' ও 'দাসারা'-এর মতো জনপ্রিয় হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। অ্যাকশন, থ্রিলার, রোমান্টিক ও ড্রামা সব ধাঁচের গল্পেই অভিনয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

তবে কখনো অন স্ক্রিন কোনো অভিনেতার সঙ্গে লিপ কিস করতে দেখা যায়নি তাকে। এবার প্রথমবারের মতো 'বেবি জন' সিনেমায় সেই নীতি ভাঙতে দেখা যাবে তাকে। এর কারণ হিসেবে গণমাধ্যমটিতে ব্যাখ্যা করা হয়, বলিউড অনেক বড় ইন্ডাস্ট্রি। এখানে গল্পের কারণে অনেক ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করতে হবে। সেই জায়গা থেকেই কীর্তিকে প্রথমবারের মতো এমন দৃশ্যে দেখা যাবে।

এদিকে এর আগে কীর্তি বেশকিছু সিনেমা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করেন এই চুম্বনের দৃশ্যের জন্য। আপত্তি জানান এমন গল্পে অভিনয় না করারও। তবে এবার তিনি বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন। কীর্তি সুরেশ ২০১৮ সালে অভিনেত্রী সাবিত্রীর জীবনী নিয়ে 'মহানটী' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছিলেন।

নিজ বাড়িতে হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন সোহিনী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টালিউড অভিনেত্রী সোহিনী সরকার ধরাবাঁধা ছক ভেঙেছেন, নিজের মতো গড়েছেন নিয়ম। নিজের জীবন, নিজের স্বাধীনতা এ মন্ত্রেই বিশ্বাসী তিনি। তাই তো ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে তুমুল আলোচনায় উঠে এসেছেন। আর এসব নিয়ে বরাবরই খোলামেলা কথা বলতে দেখা গেছে তাকে।

তবে সোহিনী সরকার তার নিজের বাড়িতে একবার হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন। অতীতের সেই ঘটনা নিয়ে এবার মুখ খুললেন এই অভিনেত্রী। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সোহিনী সরকার ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে বলেন, 'আমার পাশের ফ্ল্যাটে এক ইলেকট্রিশিয়ান এসেছিল। আমি ওখানে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলছিলাম। হঠাৎ কেউ একজন আমার পেছনে চিমটি কেটে চলে যায়! ভাবুন একবার, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটল আমার জীবনে।'

চিমটি কেটে চলে যাওয়া ব্যক্তিকে ডেকে, কষিয়ে থাপ্পড় মারবেন, সেই সময়ও পাননি সোহিনী। কারণ ঘটনার আকস্মিকতায় উপলব্ধি করতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল তার। ততক্ষণে সেই ব্যক্তি উধাও।

এ ঘটনার পর মানসিকভাবে ভালো ছিলেন না সোহিনী। তা জানিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, 'ঘটনার পর সারারাত ঘুমোতে পারিনি। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। কিছুক্ষণ পরপর ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে।'

যেসব ব্যক্তি এ ধরনের ঘটনা ঘটায় তাদেরকে সমাজের যেকোনো ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করা উচিত বলে মনে করেন সোহিনী সরকার।

১৭ বছর পর কান মাতালেন প্রীতি জিনতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কান চলচ্চিত্র উৎসব মানেই ফ্যাশন আর গ্ল্যামারের ছটা। সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র দুনিয়ার নামীদামী তারকারা প্রতি বছর ভিড় জমান ফ্রেঞ্চ রিভারার তীরে। এ বছরও কানের মঞ্চে দ্যুতি ছড়িয়েছেন ভারতীয় সুন্দরীরা। ঐশ্বর্য রাই, অদিতি রাও হায়দারি থেকে ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার ন্যান্সি ত্যাগীকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। কানের শেষলগ্নে আলোচনায় প্রীতি জিনতা। ১৭ বছর পর কান চলচ্চিত্র উৎসবে পা দিয়েছেন বলিউডের ডিম্পল গার্ল। গেল বুধবার ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার উদ্দেশে রওনা দেন অভিনেত্রী। এখনো কানের রেড কার্পেটে হাঁটেননি, তবে কান থেকে প্রীতির প্রথম লুক ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রেড কার্পেটে হাঁটার জন্য প্রীতির প্রস্তুতির একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। বুমেরাং ভিডিওতে পিঠখোলা শিমারি সাদা মারমেড গাউনে ধরা দিয়েছেন প্রীতি। মুক্তোর কানের দুল, মানানসই মেকআপে ফ্রেঞ্চ রিভারার পারে পোজ দিলেন প্রীতি। কান চলচ্চিত্র উৎসবে দীর্ঘকালীন সহযোগী সন্তোষ সিভানকে সিনেমাটোগ্রাফিতে পিয়েরে অ্যাঞ্জেনিয়াক্স এক্সিলেন্স সম্মান প্রদান করতে এসেছেন নায়িকা। তিনি তার প্রথম চলচ্চিত্র, মণি রত্নমের 'দিল সে' (১৯৯৮)-তে সন্তোষের ক্যামেরায় বন্দি হয়েছিলেন। ছবির 'জিয়া জ্বলে' গানটি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সম্মোহিত করে রেখেছে এক অদ্ভুত মায়াজালে। রাজকুমার সন্তোষীর আসন্ন পিরিয়ড ড্রামা লাহোর ১৯৪৭-এর সঙ্গে রুপোলি জগতে ফিরছেন প্রীতি, এই ছবির সিনেমাটোগ্রাফারের ভূমিকাতেও থাকছে সন্তোষ।

কান চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ডিডি ইন্ডিয়াকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রীতি বলেন, 'দিল সে' ছবিতে সন্তোষের প্রতিভার কারণেই তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, যদিও মণি রত্নম তাকে নো-মেকআপ লুক দিতে বলেছিলেন। জিয়া জ্বলে গানের শুটিংয়ের সময় তিনি কীভাবে তাকে আগলে ছিলেন তাও তিনি স্মরণ করেন নায়িকা। তিনি বলেন, 'আমরা যখন কেরালায় শুটিং করছিলাম, তখন হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। আপনি সত্যিই বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছেন না, তবে এটি সেখানে ছিল। তাই চারদিন বৃষ্টিতে ভিজে আমার হাড় ব্যথা করছিল, আমার জ্বর ছিল, আমার শরীর ভালো লাগছিল না। সন্তোষ এসে আমার জন্য রসম ও যাবতীয় খাবার নিয়ে এসে বলল, 'তুমি এটা খাচ্ছ না কেন? প্রচণ্ড গরম। তিনি সত্যিই মিষ্টি ছিলেন এবং আমার যত্ন নিতেন'। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে কানে অভিষেক হয় প্রীতির। তিনি দ্য উইন্ড দ্যাট শেকস দ্য বার্লি অ্যান্ড প্যারিস এবং জে টাইমের প্রিমিয়ারে অংশ নিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে বিলাসবহুল ঘড়ির ব্র্যান্ড চোপার্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ফেস্টিভ্যালে যোগ দেন তিনি। দীর্ঘ ১১ বছর পর আবার কানে প্রীতি জিনতা।

ফিক্সিং প্রমাণিত হলে ১০ বছর নিষিদ্ধ পাকুয়েতা!

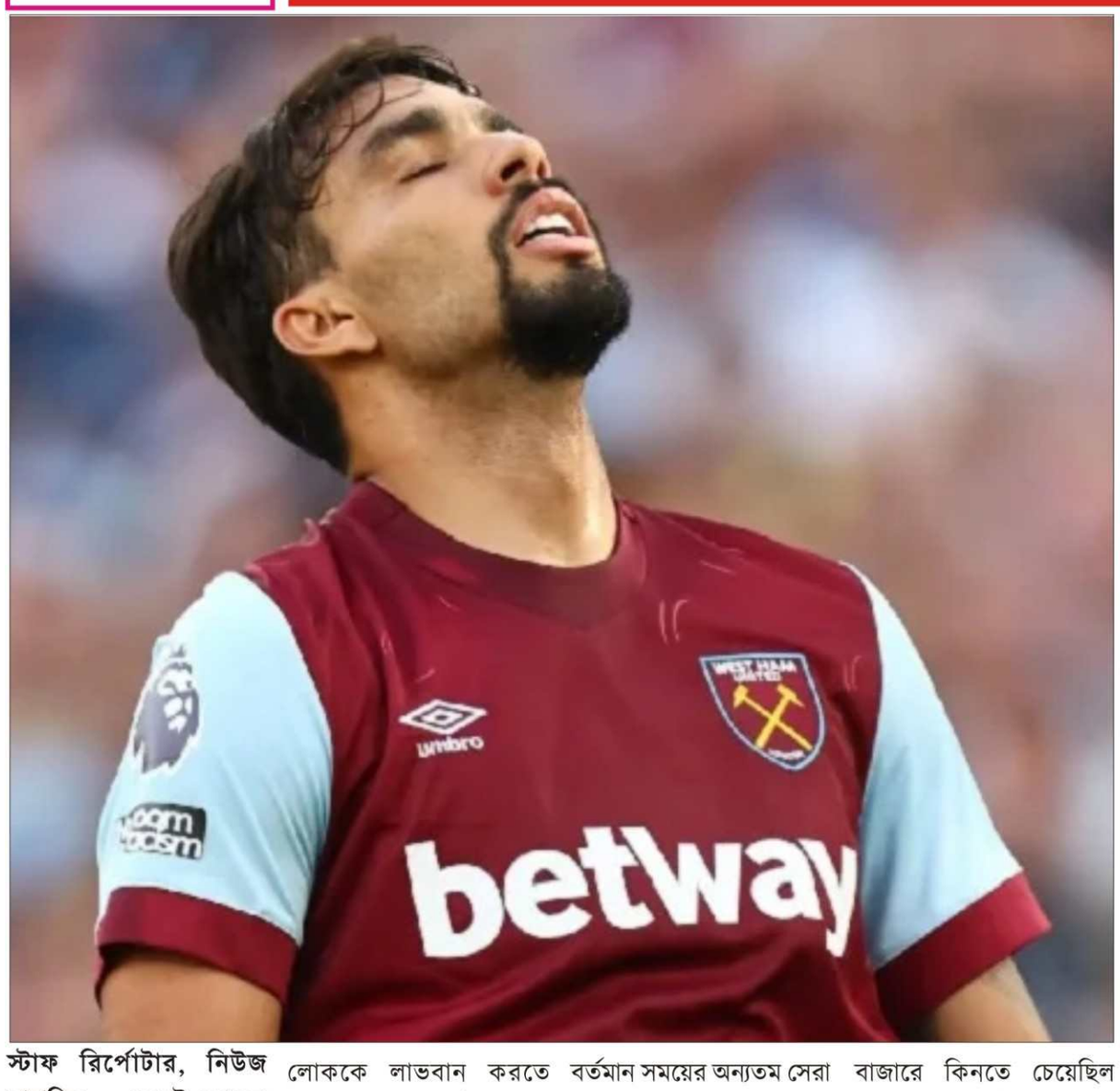

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট হ্যামের ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার লুকাস পাকুয়েতার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। তিনি বেটিং বাজার প্রভাবিত করতে এবং নিজের কিছু লোককে লাভবান করতে ইচ্ছাকৃত হলুদ কার্ড দেখেছেন এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে নেমেছে এফএ। তার বিরুদ্ধে বেটিং আইন লঙ্ঘনের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা প্রমাণিত হলে ১০ বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ হতে পারেন ব্রাজিলের বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার পাকুয়েতা। যার অর্থ অভিযোগ প্রমাণিত হলে শেষ হয়ে যেতে পারে তার সামনে হাতছানি দেওয়া অসাধারণ ক্যারিয়ার। লুকাস পাকুয়েতাকে আসন্ন গ্রীষ্মকালীন দলবদলের বাজারে কিনতে চেয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি। ক্লাব ও খেলোয়াড় পর্যায়ে সমঝোতাও নাকি হয়ে গিয়েছিল। ওই চুক্তির আলাপ এখন ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি ওয়েস্ট হ্যাম তার পেশাদার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান ও ডেইলি মেইল এমনটাই দাবি করেছে। এর আগে ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাব রিডিং এফস্থির ডিফেন্ডার কাইনান ইসাকের বিরুদ্ধে এফএ একই রকম অভিযোগ গঠন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তা প্রমাণিত হওয়ায় ইসাককে ১২ বছর ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। পাকুয়েতার বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোহিতা করার অভিযোগও আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো- ২০২২ সালে তিনি লেস্টার সিটির বিপক্ষে এবং ২০২৩ সালে অ্যাস্টন ভিলা, লিডস ও বোর্নামাউথের বিপক্ষে ইচ্ছাকৃত হলুদ কার্ড দেখেছেন। রেফারির সঙ্গে তর্ক, বাজে আচরণ বা এমন কিছু করেছেন যাদে হলুদ কার্ড নিশ্চিত হয়। ওই সব ম্যাচের আগে নাকি পাকুয়েতা ব্রাজিলে তার বাড়ির অঞ্চলে ফোন করেছেন। সেখান থেকে তার হলুদ কার্ড পাওয়ার পক্ষে অনেক বাজি ধরা হয়েছে। পাকুয়েতার কাছে তদন্তের জন্য ফোন চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বরে ফোন চাইলেও তিনি তা অক্টোবরে জমা দেন। যেটাকে অসহযোগিতা হিসেবে দেখছে এফএ'র তদন্ত কমিটি।

'ধন্যবাদ জানিয়ে' শিরোপা জেতানো কোচকে ছাঁটাই করলো মিলান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১১ বছর পর এসি মিলানকে লিগ শিরোপা জেতানো কোচ স্তেফানো পিওলিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শিরোপা জেতানোর দুই বছরের মাথায় পিওলিকে ছাটাই করল মিলানের ক্লাবটি।

ইতালিয়ান সিরি আ মৌসুম শেষ হতে এখনো এক ম্যাচ বাকি। তবে ইতিমধ্যে ৯৩ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার মিলানের শিরোপা নিশ্চিত হয়ে গেছে, দ্বিতীয় স্থানে থাকা এসি মিলানের পয়েন্ট ৭৪। তৃতীয় স্থানে থাকা বোলোনিয়ার পয়েন্ট ৬৮।

মূলত এর আগে ঘরের মাঠে এপ্রিলের ২২ তারিখ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলানের কাছে হেরে শিরোপার দৌঁড় থেকে ছিটকে পড়ে তারা।

২০১০-১১ মৌসুমের পর 'সিরি আ' জিততে না পারা ইতালির ক্লাব এসি মিলান ২০১৯ সালে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় স্তেফানো পিওলিকে। তিন বছরের মাথায় ২০২২ সালে ক্লাবকে শিরোপা জেতান এই কোচ। ক্লাবের সাথে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ ছিল পিওলির। তাকে বরখাস্ত করার অবশ্য কোনো কারণ উল্লেখ করেনি এসি মিলান। তবে শিরোপা জেতানো এবং এসি মিলানকে প্রতিযোগিতায় রাখার জন্য ক্লাব স্তেফানো পিওলি আর তার পুরো স্টাফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অবশেষে গুঞ্জন সত্যি, জাভিকে ছাঁটাই করলো বার্সা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েকদিন ধরে চলা গুঞ্জন অবশেষে সত্যি হলো। জাভি হার্নান্দেজকে ছাঁটাই করেছে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা। শুক্রবার বার্সেলোনা তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, দুই পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে জাভির আর কোচ হিসেবে না থাকার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। এই বৈঠকে জাভি ছাড়াও বার্সেলোনার গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়, 'বার্সেলোনা জাভিকে কোচ হিসেবে তার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। পাশাপাশি খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক হিসেবে অনবদ্য ক্যারিয়ারের জন্যও তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে ভালো কিছুর জন্য জাভির জন্য শুভকামনা রইল।'

ক্লাবের বাজে পারফরম্যান্সের কারণে গত জানুয়ারিতেই মৌসুম শেষে বার্সেলোনা ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন জাভি হার্নান্দেজ। গত মাসে তিনি নেন ইউটার্ন, জানান কাতালানদের সঙ্গেই থাকছেন। এরপর আবারও আসে ভিন্ন খবর। জাভিকে ছাঁটাই করার বিষয়ে প্রতিবেদন আসে গণমাধ্যমে। অবশেষে শেষই হলো বার্সার সঙ্গে তার পথচলা। বার্সেলোনার ডাগআউটে শেষবারের মতো আগামী সোমবার (২৭ মে) সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে দেখা যাবে জাভিকে। এদেকে, বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্লাবটির কোচ হিসেবে এরপর দেখা যাবে হানসি ফ্লিককে। ২০২০ সালে যিনি বায়ার্নের হয়ে জিতেছিলেন ট্রেবল। এরপর জার্মানি জাতীয় দলের হয়ে দায়িত্ব পালন করেন এই কোচ। যদিও ২০২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তাকে ছাঁটাই করা হয়।

২০২১ সালে কাতারের ক্লাব আল সাদ থেকে বার্সেলোনায় যোগ দেন জাভি। ২০২২-২৩ মৌসুমে তার অধীনে দল জেতে লিগ শিরোপা। এরপর থেকে দিন দিন খারাপ হতে থাকে পারফরম্যান্স। চলতি মৌসুমে পিএসজির কাছে হেরে তাদের বিদায় নিতে হয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে। বাজে ফর্মে তারা খুঁইয়েছে লিগ শিরোপাও।

ইউরো শেষে ফ্রান্সকে বিদায় জানাবেন জিরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্লাব ফুটবলে সম্প্রতি নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন অলিভিয়ে জিরু। তবে জাতীয় দলে তিনি দেখছেন পথের সমাপ্তি। এবারের ইউরো কাপ শেষ হলেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নেবেন ৩৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

ফ্রান্সের হয়ে প্রায় ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে ১৩১টি ম্যাচ খেলেছেন জিরু। গোল করেছেন ৫৭টি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ গোল স্কোরার তিনিই।

ইউরোপিয়ান ফুটবলের দীর্ঘ পাট চুকিয়ে সম্প্রতি এসি মিলান ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে পাড়ি জমিয়েছেন জিরু। ক্লাব ফুটবলে এখনও বছর দুয়েক খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন বলেই বিশ্বাস তার। কিন্তু জাতীয় দলে আর থাকতে চান না, জানিয়েছেন তিনি ফরাসি ক্রীড়া দৈনিক লেকিপকে।

তিনি জানান, "সত্যি বলতে, ফ্রান্সের হয়ে আমার শেষ টুর্নামেন্ট হবে এটিই। অবশ্যই অনেক মিস করব আমি তবে ইউরোর পর ফ্রান্সদলে আমার পালা শেষ। তরুণদের জন্য পথ তৈরি করে দিতে হবে আমাদের। বাড়তি একটি মৌসুম যেন নিজেকে টেনে না নেই, সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে। সঠিক সমন্বয়টা করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, "সবসময়ই বলে এসেছি, নিজের শরীর যখন বলবে, তখনই অবসর নেব। আমার ধারণা, এখনও অন্তত দুই বছর ভালোভাবেই খেলতে পারব। তবে ফ্রান্স দলে আমার শেষ এই আসর দিয়েই।"

ফ্রান্সের ২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী দলের অংশ ছিলেন তিনি। তবে ইউরো জয়ের স্বাদ এখনও পাননি। ফ্রান্স মহাদেশের সেরা সবশেষ হয়েছে সেই ২০০০ সালে।

ক্লাব ফুটবলে তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ জিতেছেন চেলসির হয়ে, ইংলিশ ফুটবলে জিতেছেন আরও বেশ কিছু শিরোপা, সেরি আ জিতেছেন এসি মিলানের হয়ে, মোঁপিলিয়ের হয়ে জিতেছেন ফরাসি লিগ। তবে আর্সেনাল ও চেলসি মিলিয়ে ৯ বছর খেলেও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিততে পারেননি তিনি।

শেষ বেলায় তার চাওয়া, ইউরো জিতে পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া। ব্যক্তিগত একটি লক্ষ্যও তার আছে। তিনি বলেন, "এই প্রজন্মের ফুটবলারকে সঙ্গী করে এই টুর্নামেন্টে যত দূর যাওয়া সম্ভব, ততটা যাওয়ার ইচ্ছে তো আছেই। এটাই আমাকে তাড়না জোগায়।"

জিরু বলেন, "প্রিমিয়ার লিগ জেতাটা খুবই কঠিন। ইউরো জিততে পারলে বলতে পারব সবকিছুই জিতেছি। এছাড়া ৬০ গোলের মাইলফলক নিয়ে অনেক আলোচনাও শুনেছি। সবগুলোইচেষ্টা করব। তবে এমন নয় যে, এসব করতে মরিয়া হয়ে আছি।" গত ইউরোতে শেষ ষোলো থেকেই সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল ফ্রান্স। এবার তাদের গ্রুপ প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস ও পোল্যান্ড।

পন্টিংদের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেয়নি বিসিসিআই, বললেন জয় শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী জুনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে চুক্তি শেষ রাহুল দ্রাবিড়ের। নতুন কোচ চেয়ে এরই মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে দেশটির বোর্ড। এরই মধ্যে জাস্টিন ল্যাঙ্গার, স্টিফেন ফ্লেমিং, গৌতম গম্ভীর, রিকি পন্টিংদের নাম এসেছে আলোচনায়। পন্টিং দাবি করেছেন, তার কাছে ভারতের কোচ হওয়ার আনঅফিসিয়াল প্রস্তাবও এসেছে। তবে আপাতত তিনি ভারতের হেড কোচ হওয়ার কথা ভাবছেন না। তিনি আইপিএলে কোচিং করাতে চান এবং বাকি সময়টা পরিবারকে দিতে চান বলে জানিয়েছেন। কিন্তু বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, কোনও অস্ট্রেলিয়ানকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব তারা দেননি। রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি একজন ভারতীয় হবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জয় শাহ বলেন, 'আমি বা বিসিসিআই সাবেক কোনো অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের সঙ্গে কোচিংয়ের প্রস্তাব নিয়ে কোনো যোগাযোগ করিনি। কিছু সংবাদমাধ্যমে যেসব প্রতিবেদন ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলো সম্পূর্ণ ভুল।'

এরপরই তিনি জানিয়ে দিলেন পরবর্তী ভারতীয় কোচ হওয়ার কী যোগ্যতা লাগবে, 'আমাদের জাতীয় দলে সঠিক কোচ খোঁজা একটি সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রক্রিয়া। আমরা এমন কাউকে চিহ্নিত করতে চাচ্ছি যার ভারতীয় ক্রিকেট কাঠামো নিয়ে গভীর ধারণার অধিকারী এবং ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন।'

জয় শাহ আরও জানান, ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে গভীর জ্ঞান থাকাও পরবর্তী কোচ হওয়ার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হবে। এটি ভারতীয় দলকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখবে।

সবার শেষে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আর ঠিক এক সপ্তাহ বাকি। বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া ২০ দলের ১৯ দল এরই মধ্যে টুর্নামেন্টের জন্য তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। বাকি ছিল পাকিস্তান, অবশেষে তারাও বিশ্বকাপ মিশনের ১৫ ক্রিকেটারের নাম জানিয়ে দিয়েছে।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলে নেই কোনো চমক। যথারীতি বাবর আজমের নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। দলে আছেন অবসর ভেঙে ফেরা মোহাম্মদ আমির ও ইমাদ ওয়াসিম। আইসিসির এই মেগা আসরের দল ঘোষণায় দেরি করলেও, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে কারা খেলতে যাচ্ছেন সেটা অনেকটাই অনুমেয় ছিল। কারণ আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য ১৮ সদস্য থেকেই তাদের ১৫ জনকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। যেখানে কোনো রিজার্ভ ক্রিকেটার রাখেনি পাকিস্তান। ১৮ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়া তিনজন হাসান আলী, মোহাম্মদ ইরফান ও আগা সালমান। এর মধ্যে হাসানকে গত ২২ মে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পাকিস্তান দলে রয়েছে একঝাক তরুণ ক্রিকেটার। প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের হয়ে বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন আবরার আহমেদ, আজম খান, আব্বাস আফ্রিদি, সাইম আইয়ুব ও উসমান খান।

২ জুন থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবার খেলা হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের গ্রুপ রয়েছে ভারত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও আয়ারল্যান্ড। ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবেন বাবর আজমরা। ৯ জুন ভারতের বিপক্ষে খেলবেন তারা।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দল: বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, ইফতিখার আহমেদ, উসমান খান, আজম খান, শাদাব খান, ইমাদ ওয়াসিম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আমির, নাসিম শাহ, হারিস রউফ, আব্বাস আফ্রিদি, আবরার আহমেদ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR